অস্ত্র-চাঁদাবাজি মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

সংগৃহীত ছবি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফের প্রভাবশালী নেতা মাইকেল চাকমাকে অস্ত্র ও চাঁদাবাজির মামলায় ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রাঙামাটির আদালত। একই মামলায় সুমন চাকমা নামের আরও এক আসামিকেও সমান মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়েছে।

পার্বত্য শান্তিচুক্তিবিরোধী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) অন্যতম নেতা মাইকেল চাকমাকে অস্ত্র ও চাঁদাবাজির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার বিকেলে রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। বিষয়টি বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করে।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর লংগদু এলাকায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সময় মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমাকে অস্ত্র ও নগদ অর্থসহ আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী। পরে তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৮৫ ধারায় লংগদু থানায় মামলা দায়ের করা হয় (মামলা নং: SC ৩৬/৯)।

দীর্ঘ ১৭ বছরের শুনানি শেষে আদালত বুধবার উভয় আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে সমান মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এর আগে ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রাঙামাটির বিশেষ ট্রাইব্যুনাল–২ মাইকেল চাকমাকে অস্ত্র মামলায় ১০ বছর এবং চাঁদাবাজির অভিযোগে আরও ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। তবে সে সময় তিনি নিখোঁজ থাকায় রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

সর্বশেষ ঘোষিত রায়ের মাধ্যমে আদালত মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমার সাজা একত্রে কার্যকর করার নির্দেশ দেন। স্থানীয় প্রশাসনের মতে, এই রায় পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা সশস্ত্র চাঁদাবাজি ও সহিংসতা দমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।